32

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 MAY 1997
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৫

মডেল সরকারি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগে জাল আদেশ ঃ কয়েকটি পরামর্শ

সম্প্রতি সরকারি মডেল প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে আসল আদেশের বিপরীতে জাল আদেশ কার্যকর করার খবর প্রকাশিত হয়েছে (দৈনিক ইত্তেফাকঃ ২২-৪-৯৭)। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, প্রতিটি থানা মডেল প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা পদে গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী নিয়োগের আদেশ জারি হলে, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক নন-গ্রাজুয়েট শিক্ষক/শিক্ষিকা বদলি করে তদস্থলে গ্রাজুয়েট শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগদান করা হয়। অতঃপর এ বিপরীতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক ও মহাপরিচালকের স্বাক্ষর জাল করে জারিকৃত আরেকটি আদেশে গ্রাজুয়েট নিয়োগদানের পূর্ববর্তী আদেশকে ভুয়া আখ্যায়িত করে নন-গ্রাজুয়েট শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে বদলি না করতে বলা হয়। ফলে কয়েকটি ক্ষেত্রে মডেল স্কুলে নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে অপসারণ করে তদস্থলে পুনরায় নন গ্রাজুয়েট প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা পুনর্বহাল করা হয়েছে। এমন নজিরও স্থাপিত হয়েছে যে, জাল আদেশে শিক্ষাগত যোগ্যতার গুরুত্ব না থাকায়, মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অবসর গ্রহণ করার পর উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন কৃতী শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীকে ডিঙিয়ে খুঁটির জোরে ও অবৈধ প্রভাব প্রয়োগ করে শিক্ষক নামধারী এসএসসি পাস ব্যক্তি মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ দখল করেছেন। বাস্তবে যার শিক্ষাসুলভ যোগ্যতা ও চরিত্রগত কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অথচ ঐ একই স্কুলের সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের অধিকাংশই গ্রাজুয়েট, বাকি জনাদুয়েক উচ্চ মাধ্যমিক পাস। অথচ কথিত প্রধান শিক্ষক সর্বনিম্ন যোগ্যতার অধিকারী। অশিক্ষকজনোচিত কাজে যার জুড়ি মেলা দায়। যদি মডেল স্কুলের নির্ধারিত মান অনুসারে নিয়োগ করা হত, তাহলে এমনটি হওয়ার অবকাশ থাকতনা।

ইতিপূর্বে জাল নিয়োগ ও বদলি দেখিয়ে ভুয়া শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের নজিরও স্থাপিতহয়েছে।

আমাদের মতে বর্তমানের বিরাজমান প্রেক্ষাপটে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা মাত্রই গ্রাজুয়েট হওয়া উচিত এবং গ্রাজুয়েট প্রধান শিক্ষকগণের মধ্যে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারিগণকে মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE) প্রচলিত মানদন্ডে যারা জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষিকা নির্বাচিত হবেন, তাদেরকে নিয়োগদানে অগ্রাধিকার প্রদান করে সম্মানিত করা একটি জাতীয় কর্তব্যও বটে।

যাহোক প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের নিকট আবেদন, নিয়োগ ও বদলির জাল আদেশের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও অযথা হয়রানির সম্মুখীন সুযোগ্য শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে মডেল স্কুলে ত্বরিত পুনর্বাসন করে জনমনের আস্থাহীনতা নিরসন করতে ব্রতী হবেন।

তাহমিনা মাহফুজা, আলী আকবর ও
জাকিয়া আমীন,
বরিশাল।